Ranjan Ku. Behera
U.G = 4th. Sem.
CC=9 (Hons)

Q) পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের উৎস (sources) সম্পর্কে আলোচনা করো? ৫নং

Ans:- => পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের জন্য যে তথ্যের প্রয়োজন হয় তার একাধিক উৎস আছে, এর প্রধান প্রধান উৎস গুলি হল-

1) শিক্ষার্থী (students):- সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস হল শিক্ষার্থীরা। পাঠ্যক্রমের আচরিক লক্ষ্যের তাৎপর্য এবং কী পরিমানে সার্থক ভাবে এর প্রয়োগ হয়েছে সে ব্যাপারে সবত্তম বিচারক হল শিক্ষার্থীরা, তাই শিক্ষার্থীরা পাঠ্যক্রম মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

2) শিক্ষক (Teacher's):- শিক্ষক গন শ্রেনি কক্ষে পাঠ্যক্রম সঞ্চালন করেন, তারাই পাঠ্যক্রমের উত্তম দিক ও সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে পারেন, যে সমস্ত শিক্ষক গন বর্তমানে বিষয়ে পাঠদান করেন না, অথচ সেই বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, তারাও পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারেন। তাই শিক্ষককে বড় উৎস বলে ধরা হয়।

3) বিষয় অভিজ্ঞ (subject expert):- পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের জন্য উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া পাঠ্যক্রম চলা কালীন উপযুক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত ও গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থে বিষয় ভিত্তিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের অপর একটি উৎস,

4) পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞ (curriculam expert):- পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাঠ্যক্রম বিকাশে নতুন কৌশল সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে পাঠ্যক্রমকে আরো অর্থবহুল করে তুলতে সাহায্য করে, এরজন্য পাঠ্যক্রম মূল্যায়নে পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি গন অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম, তাই পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞ পাঠ্যক্রম মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

চ) <u>নীতি প্রনয়ন কারী (Policymakers)</u>:- বিভিন্ন সংস্থার (U.G.C, CBSE, NCERT) নীতি প্রনয়ন কারী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারে যা পাঠ্যক্রম মূল্যায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি স্তরে কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী নতুন নীতি গ্রহন করা হয়েছে সে সম্বন্ধে তথ্য পাঠ্যক্রম মূল্যায়নে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাই নীতি প্রনয়ন কারী ও এর একটি উৎস।।

Q. পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর? (Need for the objectives of curriculum)

Ans => শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন কারণ উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পথে এগোতে হবে তার পথ নির্দেশ পাওয়া সম্ভব নয়, যখন উদ্দেশ্য একবার নির্ধারিত হয়ে যায় তখন শিক্ষাবিদরা উপযুক্ত পাঠ্যক্রম তৈরি করতে পারেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং পাঠ্যক্রম এই দুই বিষয়কে মাথায় রেখে পাঠ্যক্রমকে (curriculum) কে শিশুর বয়স অনুযায়ী সিলেবাস ভাগ করা হয় এবং বিষয়ভিত্তিক (subject wise) কোর্স তৈরি করা হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ভিত্তিক বিষয়বস্তু, শিখন পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন একটি অন্যটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যই পাঠ্যক্রমের গতি আনে এবং শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার আদর্শ নির্ধারণ করে। তাই পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যের প্রয়োজন আছে। এছাড়া যে সমস্ত দিক থেকে উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে তা হল -

> কর্ম সম্পাদনে স্পৃহা প্রদান করার ক্ষেত্রে পাঠক্রমের উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

> কর্ম প্রচেষ্টাকে অর্থবহ করে তোলার ক্ষেত্রে এবং সাফল্যের পরিমাপ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য পাঠক্রমের উদ্দেশ্যের প্রয়োজন আছে।

> কর্ম সম্পাদনের সঠিক লক্ষ্য নির্দেশ করার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের প্রয়োজন আছে।

> পাঠক্রম প্রণয়নের মূলনীতি স্থাপন করার জন্য পাঠক্রমের উদ্দেশ্যের প্রয়োজন আছে।

> পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংগতি আনয়নে উদ্দেশ্যের প্রয়োজন আছে।

> শিক্ষামূলক কার্যাবলীর প্রকৃতি নির্ধারণ করার জন্য ও শিক্ষামূলক কাজ কর্মকে কাঙ্ক্ষিত পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশনা দানের জন্য পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যের প্রয়োজন।

> পাঠ্যক্রমের একক অভিজ্ঞতা গুলিকে নির্বাচন ও বিন্যস্ত করতে সাহায্য করার জন্য ও উদ্দেশ্যের প্রয়োজন।

> অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুকে বর্জন করে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুকে নির্বাচন করতে সাহায্য করার ক্ষেত্রেও পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যের প্রয়োজন।

> বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সহায়তা করার জন্যও উদ্দেশ্যের প্রয়োজন রয়েছে।

> বিষয়বস্তুর গভীরতা কতটা হবে তা নির্ণয় করতে সাহায্য করে এবং শিক্ষকদের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (content analysis) করতে সাহায্য করার জন্যও পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যের প্রয়োজন রয়েছে।

> পাঠ্যক্রমের প্রকৃতি নির্দিষ্ট করে এবং লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটুকু শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা নির্বাচন করতে হবে তা নির্দিষ্ট করার জন্যও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলি মূল্যায়ন করা হয়। ফলে উদ্দেশ্য, শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়ন একটি বৃত্তীয় সম্পর্কে আবদ্ধ। যেমন -